যুগান্তর

তারিখ ... 26 DEC 2002
পৃষ্ঠা - ৪ - কলাম - ৪

বেসরকারি স্কুল পরিচালনায় ম্যানেজিং কমিটির ভূমিকা

সরকার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু তদারকি ও সার্বিক পরিচালনার জন্য স্থানীয় জনগণ ও ছাত্র-অভিভাবকদের সমন্বয়ে গঠিত ম্যানেজিং কমিটির ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এই কমিটি সরকারি নির্দেশাবলী ও নিয়মনীতি অনুসরণ করে স্কুল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। উল্লেখ্য, একটি মানসম্পন্ন ম্যানেজিং কমিটির কর্মতৎপরতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় স্বার্থ ও লক্ষ্য হাসিলের অন্যতম নিয়ামক হয়ে উঠতে পারে। তবে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলোর কমিটির ভূমিকা এক নয়। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি স্কুল (মাধ্যমিক) পরিচালনা সংক্রান্ত ১৯৭৭ সালের রেগুলেশন (যা পরবর্তীকালে সংশোধিত) অনুযায়ী ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়, যা বেসরকারি স্কুল পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। তবে, সরকারি স্কুল পরিচালনায় ম্যানেজিং কমিটির ভূমিকা গৌণ। বলা বাহুল্য বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি। এসব প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগই আবার সরকারি অনুদানমুক্ত। যা 'ম্যানেজিং কমিটি' নামক স্থানীয় প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ কমিটির প্রতিটি সদস্যের সততা, আন্তরিকতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার মাধ্যমে স্কুল তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

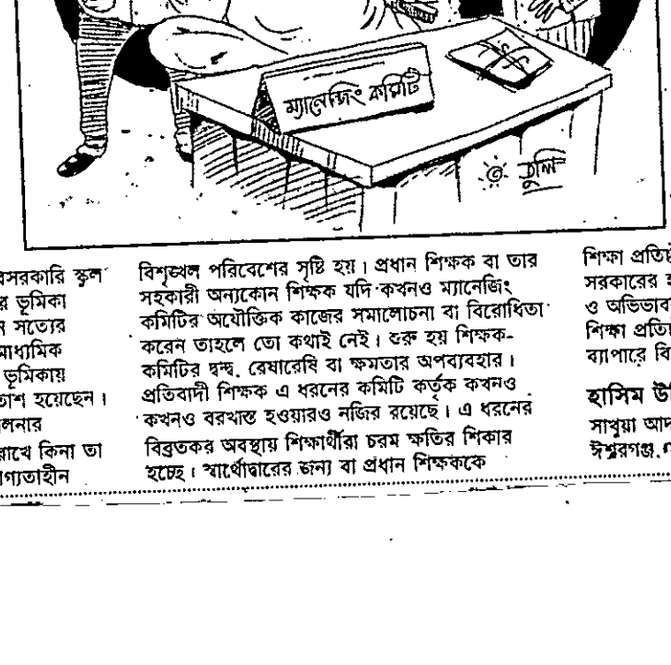

কিন্তু সম্প্রতি বিভিন্ন স্কুল বিশেষ করে বেসরকারি স্কুল পরিচালনায় দায়িত্বরত ম্যানেজিং কমিটির ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করলে আমাদেরকে এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি হতে হয়। অনেক বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দায়িত্বরত ম্যানেজিং কমিটির ভূমিকায় অভিভাবক, শিক্ষকসহ সচেতন মহল হতাশ হয়েছেন। এই ধরনের কমিটি স্কুল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার যোগ্যতা, সততা সর্বোপরি মানসিকতা রাখে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ন্যূনতম শিক্ষাগতযোগ্যতাহীন এমনকি একেবারে 'গণমূর্খ' কোন কোন ব্যক্তি টাকা বা প্রভাব খাটিয়ে নির্বাচনে জিতে এসে যখন স্কুল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেন তখন আমরা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি না। অপ্রিয় হলেও সত্য, গণতন্ত্রের নাম করে বাংলাদেশের অনেক স্কুলে এ ধরনের অযোগ্য কমিটি নির্বাচিত হচ্ছে। যার খেসারত দিচ্ছে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো। প্রায়ই দেখা যায়, সভাপতিসহ ম্যানেজিং কমিটির কোন কোন সদস্যের অনৈতিক আবদার, অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত, ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য স্কুলে বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রধান শিক্ষক বা তার সহকারী অন্যকোন শিক্ষক যদি কখনও ম্যানেজিং কমিটির অযৌক্তিক কাজের সমালোচনা বা বিরোধিতা করেন তাহলে তো কথাই নেই। শুরু হয় শিক্ষক-কমিটির দ্বন্দ্ব, রেষারেষি বা ক্ষমতার অপব্যবহার। প্রতিবাদী শিক্ষক এ ধরনের কমিটি কর্তৃক কখনও কখনও বরখাস্ত হওয়ারও নজির রয়েছে। এ ধরনের বিব্রতকর অবস্থায় শিক্ষার্থীরা চরম ক্ষতির শিকার হচ্ছে। স্বার্থোদ্ধারের জন্য বা প্রধান শিক্ষককে বেকায়দায় ফেলার জন্য ম্যানেজিং কমিটির কোন কোন সদস্য অনেক সময় শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং সৃষ্টি পর্যন্ত করে থাকে। যে ম্যানেজিং কমিটি স্কুলে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পরিপূরক হিসেবে কাজ করার কথা, সেখানে কোন কোন কমিটি দানবীয় মূর্তি ধারণ করে স্কুলের সামগ্রিক স্বার্থপরিপন্থি ক্রীড়নকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এ ভয়াবহ চিত্র বাংলাদেশের অধিকাংশ বেসরকারি স্কুলের। এ ব্যাপারে সরকার কোন খোঁজখবর নিচ্ছে কি?

দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, ম্যানেজিং কমিটির কোন কোন সদস্যের অর্থ লিপ্সু মানসিকতার জন্য বেসরকারি স্কুলসমূহে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষকের পরিবর্তে মেধাহীন, অযোগ্য ব্যক্তিরা প্রায়ই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়ে যায়। বাংলাদেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ফল যা হবার তাই হচ্ছে। দেশের সামগ্রিক শিক্ষার মান এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় বের করতে হলে অবশ্যই ম্যানেজিং কমিটির বর্তমান ভূমিকা ও এর প্রয়োজনীয়তা নতুন করে মূল্যায়ন করতে হবে। একটি আধুনিক ও প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থায় ম্যানেজিং কমিটির মতো বিশেষ সরকারি নিয়মটি আদৌ প্রয়োজন রয়েছে কিনা ভাবতে হবে। দেশের সব সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রশাসনিক দায়িত্ব সরকারের হাতেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবকদের সমন্বয়ে গঠিত ম্যানেজিং কমিটি শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সহযোগী হতে পারে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞজনদের মতামত আশা করছি।

হাসিম উদ্দিন আহমেদ
সাখুয়া আদর্শ বিদ্যা নিকেতন (উচ্চ বিদ্যালয়)
ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ